তারিখ 29 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

কারিগরি শিক্ষার মান প্রসঙ্গে

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষাকে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিপুল জনগোষ্ঠীর এই দেশটির মানবসম্পদ তৈরিতে কারিগরি শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদেশ গমনেচ্ছু সাধারণ মানুষের জন্য পলিটেকনিক শিক্ষা হইয়া ওঠে সুন্দরভাবে জীবনজীবিকা গড়িয়া তুলিবার হাতিয়ার। উন্নয়নশীল দেশ বিধায় উন্নয়নের সোপান বাহিতে দেশের ভিতরেও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থানের সুযোগ। আর ইহারই অপব্যবহার করেন কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি। সুযোগসন্ধানীরা ইহাকে লইয়া স্রেফ ব্যবসা বা অর্থউপার্জনের একটি হীন উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে শুরু করে। সম্প্রতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, দেশে এখন অযোগ্য ও মানহীন বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছড়াছড়ি। ৪৬৭ বেসরকারি পলিটেকনিকের মধ্যে শুধু ঢাকাতেই রহিয়াছে প্রায় ৭০টি, যাহার অধিকাংশই মানহীন। প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, ঢাকার বাহিরের প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা আরো নাজুক।

কারিগরি শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবনে ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার দ্বিগুণের ঘোষণা দিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইহার অংশ হিসাবে সরকারি পলিটেকনিকসমূহে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইয়াছে। পাশাপাশি দেশের ৬৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে পলিটেকনিক কলেজে উন্নীত করা হয়। এই শিক্ষার আলো ছড়াইয়া দিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। বেসরকারি উদ্যোগ মানে কেবল সাইনবোর্ড সর্বস্ব মানহীন নামমাত্র পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান নহে। ইহার যথাযথ শিক্ষার উপকরণ, অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষা পরিবেশের ন্যূনতম মান ঠিক রাখিয়া যে কোনো বেসরকারি উদ্যোগের গুরুত্বও কম নহে। নিশ্চয়ই অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সুনামের সহিত এই কারিগরি শিক্ষাদানের কাজটি পরিচালিত করিতেছেন। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় ইহার মানহীন ও ব্যবসাসর্বস্ব দিকটি লইয়া যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হইতেছে তাহা দুশ্চিন্তার কারণ বটে। জানা যায়, অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে কয়েকটি কক্ষ ভাড়া লইয়া, যেখানে কোনো কিছুই ঠিকঠাক মানের নহে। এইভাবে কি চার বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সের কার্যক্রম চালাইয়া যথাযথ শিক্ষাপ্রদান করা সম্ভব? অথচ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর ওইসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও পাস করিতেছেন এবং সার্টিফিকেটও অর্জন করিতেছেন। কিন্তু তাহার পরেই ওই শিক্ষার্থীকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হইতে হয়। ওই সার্টিফিকেট লইয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাকরির জন্য দক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন না তাহারা।

জানা যায়, প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য রহিয়াছে একটি নীতিমালা। এইক্ষেত্রে অভিযোগ রহিয়াছে যে, অনৈতিক সুবিধা লইয়া অনেক অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকেও অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মান ঠিক রাখিয়া শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত করিতেছেন যথাযথভাবে, তাহাদেরও ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ন হইতেছে। ইহা কাম্য নহে। এই বিষয়ে যাহা যাহা অভিযোগ রহিয়াছে তাহার যথাযথ অনুসন্ধান প্রয়োজন। এবং প্রয়োজন সেই অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের।